



70290 - কেরবানি করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি যি সকল কর্ম থেকে বরিত থাকবনে

প্রশ্ন

যে মুসলমি হজ্জ আদায় করছেন না যলিহজ্জ মাসরে প্রথম দশদনি তাে উপর কিকি করা ওয়াজবি? অর্থাৎ নখ কাটা, চুল কাটা, মহেদে দেওয়া ও নতুন জামা-কাপড় পরা ইত্যাদি কিকেরবানিকরার আগে জায়যে নয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

যদি যলিহজ্জ মাসে প্রবশে করা সাব্যস্ত হয় তাহলে যনিকেরবানিকরতে ইচ্ছুক তার জন্যে তার শরীরে কোন চুল কাটা, নখ কাটা কথিবা চামড়া কাটা হারাম। কনিত্তু, নতুন জামা-কাপড় পরধান করা, মহেদে দেওয়া, সুগন্ধি ব্যবহার করা, স্ত্রী উপভোগ করা কথিবা সহবাস করা নষিদিধ নয়।

এ বধান শুধুমাত্র কেরবানিকরীর ক্ষত্রে প্রযোজ্য; তার পরিবারে অন্য সদস্যদরে ক্ষত্রে প্রযোজ্য নয়। যাকে কেরবানি পশু জবাই করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার ক্ষত্রেও প্রযোজ্য নয়। এ কারণে কেরবানিকরীর স্ত্রী-পুত্র কথিবা প্রতিনিধি উপর এসব কিছু হারাম হবে না।

এ হুকুমরে ক্ষত্রে নর-নারীর মাঝে কোন ভদে নহে। তাই কোন নারী তনিকি বিবাহিত হন কথিবা অববিবাহিত হন তনিকি যদি কেরবানি করতে চান তাহলে তনিকি তার শরীরে চুল ও নখ কাটা থেকে বরিত থাকবনে; যহেতে এগুলো থেকে নষিধেকারী হাদসিরে দললি সাধারণ।

এ বরিত থাকাকে ইহরাম বলা হয় না। কারণ হজ্জ ও উমরা বরত ছাড়া কোন ইহরাম নহে। ইহরামকারী ইহরামরে পোশাক পরনে। সুগন্ধি ব্যবহার, স্ত্রী সহবাস ও শকার করা থেকে বরিত থাকনে। কনিত্তু কেরবানিকরীর জন্য যলিহজ্জ মাস প্রবশে করার পরও এগুলো করা জায়যে। কেরবানিকরী শুধু চুল কাটা, নখ কাটা ও চামড়া কাটা থেকে বরিত থাকনে।

উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তোমাদরে কটে যখন যলিহজ্জ মাসরে চাঁদ দেখে এবং সে ব্যক্তি যদি কেরবানি করতে ইচ্ছুক হয় তাহলে সে যনে চুল ও নখ কাটা থেকে বরিত থাকে”। [সহি মুসলমি (১৯৭৭)] অন্য এক রেওয়াজতে আছে, “সে যনে তার চুল ও চামড়ার কোন কিছু (করতন বা উপড়ে ফেলোর মাধ্যমে)



স্পর্শ না করে”।

স্থায়ী কমিটির আলমেগণ বলেন:

“যে ব্যক্তি কোরবানি করতে ইচ্ছুক তার ক্ষেত্রে বধিান হচ্ছ- সে যলিহজ্জ মাসরে চাঁদ দেখার পর থেকে নিজেরে চুল, নখ ও চামড়ার কোনে কিছু কাটবে না; যতক্ষণ না সে কোরবানি সম্পন্ন করে। দললি হচ্ছ- একদল সংকলক (বুখারী ছাড়া) উম্মে সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করনে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তোমরা যখন যলিহজ্জ মাসরে চাঁদ দেখে এবং তোমাদেরে কটে কোরবানি করার সংকল্প রাখে তখন সে যনে তার চুল ও নখ কাটা থেকে বরিত থাকে”। সুনানে আবু দাউদ, সহহি মুসলমি ও সুনানে নাসাঈ এর ভাষা হচ্ছ- “কটে যদি জবাই করার জন্য কোনে পশু প্রস্তুত রাখে এবং সে যলিহজ্জ মাসে প্রবশে করে তখন সে যনে তার চুল ও নখ না কাটে; যতক্ষণ না সে কোরবানি সম্পন্ন করে”। এক্ষেত্রে সে নজি হাতে জবাই করুক কিংবা অন্য কাউকে জবাই করার দায়িত্ব দকি উভয়টা সমান। আর যাদরে পক্ষ থেকে কোরবানি করা হচ্ছ- তাদরে জন্য এসব বধিান নহে। যহেতে এই মর্মে কোনে দললি নহে। তাছাড়া এটাকে ইহরাম বলা হয় না। মুহরমি হচ্ছ- হজ্জ কিংবা উমরা কিংবা উভয়টি পালনচ্ছে ব্যক্তি”।[সমাপ্ত]

[ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দায়মি (১১/৩৯৭ ও ৩৯৮)]

স্থায়ী কমিটিকে জিজ্ঞেসে করা হয়:

“হাদসি: ‘যে ব্যক্তি কোরবানি করতে চায় কিংবা তার পক্ষ থেকে কোরবানি করা হবে সে যলিহজ্জ মাসরে শুরু থেকে তার চুল, চামড়া ও নখরে কোনে কিছু কাটবে না; যতক্ষণ না কোরবানি শেষে হয়।’ এ নষিধোজ্জ্ঞা কি পরিবারেরে ছোটবড় সকল সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করবে নাকি ছোটদেরে পরিবর্তে শুধু বড়দেরকে অন্তর্ভুক্ত করবে?”

জবাবে তারা বলেন:

প্রশ্নকারী যে ভাষায় উল্লেখ করেছেন সে ভাষায় আমরা কোনে হাদসি জানি না। বরং যে ভাষায় হাদসিটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে মর্মে আমরা জানি সটো হচ্ছ- “তোমরা যখন যলিহজ্জ মাসরে চাঁদ দেখে এবং তোমাদেরে কটে কোরবানি করার সংকল্প রাখে তখন সে যনে তার চুল ও নখ কাটা থেকে বরিত থাকে”। সুনানে আবু দাউদ, সহহি মুসলমি ও সুনানে নাসাঈ এর ভাষা হচ্ছ- “কটে যদি জবাই করার জন্য কোনে পশু প্রস্তুত রাখে এবং সে যলিহজ্জ মাসে প্রবশে করে তখন সে যনে তার চুল, নখ না কাটে; যতক্ষণ না সে কোরবানি সম্পন্ন করে”। এ হাদসি যলিহজ্জ মাস প্রবশে করার পর যে ব্যক্তি কোরবানি করতে ইচ্ছুক তার জন্য চুল ও নখ কাটা থেকে নষিধোজ্জ্ঞার প্রমাণ রয়েছে। আর প্রথম রেওয়াজতে তিবে বর্জন করার নর্দশে রয়েছে। নর্দশেরে মূল বধিান হচ্ছ- ওয়াজবি বা আবশ্যকতা সাব্যস্ত করা। এ হাদসিরে এ মূল বধিানকে রহতি করতে পারে এমন কোনে পাল্টা দললি আমাদেরে জানা নহে। দ্বিতীয় রেওয়াজতে রয়েছে কর্তন



করার নষিধোজ্‌ঞা। নষিধোজ্‌ঞারও মূল বধিান হচ্ছ- হারাম সাব্যস্ত করা। অর্থাৎ কর্তন করার নষিধোজ্‌ঞা। এ নষিধোজ্‌ঞাকে শথিলি করতে পারে এমন কোন পাল্টা দললি আমাদরে জানা নই। অতএব, এর মাধ্যমে সাব্যস্ত হল য, এ হাদসিটি শুধু ঐ ব্যক্তরি জন্য খাস যনি নিজিে করেবানি করতে ইচ্ছুক। কন্তি যিে ব্যক্তরি পক্ষ থেকে করেবানি করা হব (যমেন করেবানিকারীর স্ত্রী-পুত্র) তনি বিড় হন কথিবা ছোট হন তার ক্ষতেরে চুল কাটা, চামড়া তোলো কথিবা নখ কাটতে কোন বাধা নই। যহেতে আসল বধিান হচ্ছ- এগুলো জায়যে হওয়া। এ আসল বধিানেরে বপিরীত কোন দললি আমাদরে জানা নই।[সমাপ্ত]

[ফাতাওয়াল লাজনা আদ-দায়মি (১১/৪২৬ ও ৪২৭)]

দুই:

যিে ব্যক্তরি সামর্থ্য না থাকার কারণে তার করেবানি করার ইচ্ছা নই তার জন্য এগুলো কাটা হারাম নয়। আর করেবানি করতে ইচ্ছুক এমন কটে যদি এগুলো কটে ফলে তার উপর ফদিয়া আবশ্যক হব না। বরং তার উপর তাওবা ও ইস্তগিফার করা আবশ্যক হব।

ইবনে হায়ম বলেন:

যিে ব্যক্তি করেবানি করতে ইচ্ছুক যলিহজ্‌জ মাসরে চাঁদ দেখে গেলে সে তার দহেরে চুল বা নখ ইত্যাদি হাত দবি না; অর্থাৎ কামাবে না কথিবা ছাটবে না কথিবা অন্য কোন ভাবে দূর করবে না। আর যিে ব্যক্তরি করেবানি করার সংকল্প নই তার উপর এগুলো অবধারতি নয়।[আল-মুহাল্লা (৩/৬)]

ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন:

এটা যখন সাব্যস্ত হল তখন সে ব্যক্তি চুল কাটা, নখ কাটা বর্জন করবে। যদি করে ফলে তাহলে আল্লাহর কাছে ইস্তগিফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) করবে। তাকে ফদিয়া দতি হব না মর্মে ইজমা সংঘটিত হয়েছে; চাই সে সটো ইচ্ছাকৃতভাবে করুক কথিবা ভুলক্রমে করুক।[আল-মুগনি (৯/৩৪৬)]

টীকা:

শাওকানি বলেন:

এ নষিধোজ্‌ঞার হকেমত হলো, করেবানিকারীর শরীরেরে সম্পূর্ণ অংশ অটুট থাকুক; যাত করে গেটো দহে জাহান্নামেরে আগুন থেকে মুক্তি পায়। কারো কারো মতে, ইহরামকারীর সাথে সাদৃশ্যস্বরূপ এ বধিান। এ দুটি হকেমত ইমাম নববী উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাফয়েরি ছাত্রবর্গ থেকে বর্ণিত আছে যিে, দ্বিতীয় হকেমতটি ভুল। কারণ ইহরামকারী আরও যসেব জনিসি



বর্জন করে থাকে কেরবানকারী তও সগেলও বর্জন করে না; যমেন- নারী, সুগন্ধি, সাধারণ পশাক ইত্যাদি।[নাইলুল
আওতার (৫/১৩৩)]

আল্লাহই ভাল জাননে।